মুজিবনগরে মেয়েকে সমকামীতা থেকে ছাড়াতে মায়ের অপহরণ মামলা, আটক এক

মেয়েকে সমকামিতা থেকে ফেরাতে তানিয়া খাতুন নামের অপর সমকামী ও তার বাবা মায়ের নামে অপহরণ মামলা করেছেন মা।

এই অপহরণ মামলার প্রধান আসামী তানিয়া খাতুন (২১) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
তানিয়া খাতুন মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের মুবারক আলীর মেয়ে।

বুধবার সকালের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানিয়া খাতুনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার (ওসি) রাসেল মেহেদী জানান, এ উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের সানউল্লাহর স্ত্রী সোনাতন ভানু বাদী হয়ে অপহরণের অভিযোগ এনে একই গ্রামের তানিয়া খাতুন, তার পিতা মুবারক হোসেন ও মা আনোয়ারা খাতুনকে আসামী করে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত) ২০০৩ এর ৭ ও ৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৮, তারিখ ২১/০৫/২০২২ ইং।

ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, বাদী সোনাতন ভানুর মেয়ে সানজিদা সিনহা মিম ও আসামী তানিয়া খাতুন দুজনে মাঝে মধ্যে হারিয়ে যান। এনিয়ে এলাকায় তাদের দুজনকে সমকামী হিসেবে জনশ্রুতি তৈরী হয়েছে। এঘটনায় মিমের মা বাদী হয়ে এ মামলাটি করেন।

মেহেরপুর কোর্ট পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ জানান, ভিকটিম সানজিদা সিনহা মিম ও আসামী তানিয়া খাতুনকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়) তরিকুল ইসলামের আদালতের নিলে তারা দুজনেই ২২ ধারায় জবান বন্দী দেন। জবানবন্দী শেষে ভিকটিম সানজিদা সিনহা মিমকে বয়স নির্ধারণের ডাক্তারী পরীক্ষাশেষে বাবা মায়ের হেফাজতে থাকার ও আসামী তানিয়া খাতুনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কার্পাসপডাঙ্গার ছাগল চোর মিল্টন হোসেন এখন মেহেরপুরের শ্রীঘরে

হাড়ি পাতিলের ব্যবসার আড়ালে অভিনব কায়দায় ছাগল চুরি করতে গিয়ে শ্রীঘরে গেলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মিল্টন হোসেন (৩৬)।
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের ছাগল চুরি করে পালানোর সময় গ্রামবাসি তাকে আটক করে উত্তম মাধ্যম শেষে তুলে দিলেন পুলিশে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকালের দিকে গোভীপুর গ্রামের আলামিন হোসেনের একটি ছগল তার বাড়ির উঠানে বাঁধা ছিল। মিল্টন হোসেন পাখি ভ্যানে করে এলাকায় হাড়ি পাতিল বিক্রি করতে আসেন। বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগ বুঝে ছাগলটি খুলে নিয়ে তার ভ্যানের হাড়ি পাতিলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় ছাগলটি চিৎকার দিলে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ হয়। পরে তার হাড়ি পাতিলের মধ্যে থেকে হাতপা বাঁধা ছাগলটি উদ্ধার করেন। পরে তাকে উত্তম মাধ্যম শুরু করে। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌছে তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুম্মান হোসেন বলেন, মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে গোভীপুর গ্রামের আলামিন হোসেন বাদী হয়ে চুরির অভিযোগ এনে একটি মামলা দিয়েছেন। সে মামলায় আটক দেখিয়ে তাকে আজ সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মিল্টন হোসেনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ছাগল চুরির কথা স্বীকার করেছে।
মিল্টন হোসেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কাপার্সডাঙ্গা গ্রামের তেঁতুল মন্ডলের ছলে।

গাংনীতে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ অনিক ইসলাম (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজীপুর বাদিয়াপাড়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক অনিক ইসলাম একই উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের ওবাইদুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, কাজীপুর বাদিয়াপাড়া এলাকায় ফেন্সিডিল পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এএসআই হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাদিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনিককে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটক অনিকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৌলতপুরে আখ ক্ষেত থেকে গাঁজা গাছসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি আখ ক্ষেত থেকে গাঁজার গাছসহ ইদবার শাহ নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক ইদবার শাহ দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে মাদক ব্যাবসায়ী বলে জানান পুলিশ।

দৌলতপুর থানার দিঘলকান্দি ক্যাম্পের এস আই জামাল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরের দিকে অভিযান চালিয়ে কামালপুর গ্রামের একটি আখ ক্ষেতে ৮ থেকে ৯ পিছ গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। এসময় গাঁজা চাষি ইদবারকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ একজন আটক

২০ পিস ইয়াবাসহ মামুন হোসেন (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি ইউনিট। মামুন হোসেন সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের কোনু’র ছেলে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে রবিবার দিবাগত রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ পিচ ইয়াবাসহ আটক করেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ নিয়মিত মামলার ৪ আসামীক গ্রেফতার করেছে।

আটকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর

মামলায় ১ ও নিয়মিত মামলায় ২ জনসহ ৩ জনকে ও গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে।

রবিবার (২৬ জুন) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (২৭ জুন)ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী থানার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ওসি জুলফিকার আলী ও গাংনী থানার ওসি আব্দুরর রাজ্জাক গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীর ভাটপাড়া আবাসন থেকে নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া আাবাসন থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ সাহিদা খাতুন
(২৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

আটককৃত নারী মাদক ব্যবসায়ী আবাসনের চিহ্নিত মাদক সম্রাট ইমাদুল হকের স্ত্রী। রবিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে তাকে আটক করা হয়।

অভিযান পরিচলনায় নেতৃত্বদানকারী গাংনী থানা পুলিশের এসআই আব্দুর রাজ্জাক জানান, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সংলগ্ন আবাসনের মধ্যে ইমাদুল হকের বাড়িতে মাদক কেনা বেচা চলছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পলিয়ে যায়। আটক করা হয় ইমাদুল হকের স্ত্রী সাহিদা খাতুনকে। তার ঘর তল্লাশী করে ঘরের আড়াই রাখা একটি ব্যগ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানায়, ১কেজি গাজাসহ নারী মাদক

ব্যবসায়ী কে আটক করা হয়েছে। ওই নারীর স্বামী ইমাদুল কে মাদক সহ একাধিকবার আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হলে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। জামিনে এসে পুনরায় মাদক ব্যবসা করে ইমাদুল। তার স্ত্রী ও মাদক ব্যবসায়ী। তাকেও মামলা সহ আদালত প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে যৌন উদ্দিপক ট্যাবলেট ও সরকারি ওষধসহ ফার্মেসী মালিক আটক

মেহেরপুর শহরের কাথুলি মোড়ের ইশান ইমন ফার্মেসীতে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিনামুল্যে বিতরণ করার জন্য সরকারি বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক ওষধ, ভারতীয় ট্যাপেন্ডাডল, যৌন উদ্দিপক ট্যাবলেট নিশিদ্ধ ভায়াগ্রাসহ ফার্মেসীর মালিক বাবর আলীকে আটক করেছে।
আটক বাবর আলী মেহেরপুর শহরের ৫ নং ওয়ার্ড ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃতু শফিউল ইসলামের ছেলে।
আজ রবিবার (২৬ জুন) সন্ধ্যার দিকে ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু, এসআই মেজবাহ উদ্দীন ও সঙ্গীয়ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এসব বে আইনি ওষধ জব্দ করেন।

ওষধের মধ্যে রয়েছে, ভারতীয় নিশিদ্ধ ট্যাপেন্ডা ট্যাবলেট ৩৬ পিচ , ৭৫০ পিচ সেক্সের ভায়াগ্রা ট্যাবলেট, ১৯৪ পিচ জন্ম বিরতিকরণ সস্তি ইনজেকশন, ড্রাগ এসেনশিয়াল কোম্পানীর বিনামুল্যে বিতরণের সরকারী ওষধ এন্টিবায়োটিক গ্রুপের সেফিকজিম ট্যাবলেট ২০০ পিচ, সেপ্রোডিন ৫০০ পিচ, এ্যাজিথ্রোমাইসিন ১০০ পিচ, সিপ্রোকসিন ৩০০ পিচ উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদ পেয়ে ওই দোকানটিতে অভিযান চালানো হয়। ভারত সরকারের ব্যান্ডকৃত এসব যৌন উদ্দিপক ওষধ, জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন ও বাংলাদেশ সরকারের

বিনামুল্যে বিতরণকৃত ওষধ কালোবাজারির মাধ্যমে নিয়ে এসে অসাধু পন্থায় বিক্রি করছিলেন ফার্মেসীর মালিক বাবর আলী।
এসব ওষধ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় কালোবাজারির ঘটনায় বিশেষ হ্মমতা আইনে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও দ:বিধি আইনে পৃথক পথক মামলা দায়েরের করা হবে।
পরে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীর হাসিবুল হত্যা মামলায় কালুর ৫ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের হাসিবুল হত্যা মামলার প্রধান আসামী কালু ওরফে মিনারুল ইসলাম কালুকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় প্রদান করেন।

এসময় দন্ডিত কালু ওরফে মিনারুল ইসলাম কালু আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দন্ডিত কালু গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ৮ টার দিকে নিহত হাসিবুল কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুসহ গ্রামের একটি চায়ের দোকানে ক্যারামবোর্ড খেলছিলেন। এসময় একই গ্রামের কালুর নেতৃত্বে মালেক, বাহাদুর, তোহিদুল, শফিরুল, বাবু ও আলালসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন মিলে তাকে হাসুয়া, রামদাসহ অন্যান্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

এসময় স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত হাসিবুলকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এঘটনায় নিহতের মা শাহানারা খাতুন বাদী হয়ে কালু ওরফে মিনারুলকে ১ নং আসামী করে এজাহার নামীয় ৭ জন ও অজ্ঞাত আরও ৪/৫ জনকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার জিআর মামলা নং ৬০/২০১৬ ইং।

তদন্ত অফিসার গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিল্লুর রহমান মামলার সাথে জড়িত কয়েকজনকে আটক করে আদালতে নিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করেন। এছাড়া মামলার প্রধান আসামী কালুকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

মামলাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন এসআই জিল্লুর রহমান। মামলাটিতে স্বাক্ষ্য প্রমাণ শেষে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক রবিবার এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে উল্লেখ করা হয়, আসামীর বিরুদ্ধে দ:বি: ৩০২ ধারায় বর্ণিত অপরাধের অভিযোগ আনা হলেও ঘটনা পর্যালোচনা ও পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় তিনি মুলত দ:বি: ৩০৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছেন।

কারন, দ: বি: ৩০০ ধারায় ব্যাতিক্রম -১ এ উল্লেখ আছে যে, অপরাধী গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও হ্মমতারোহিত মৃত্যু ঘটালে দন্ডনিয় নরহত্যা খুন বলে গন্য হবেনা।

তাই সার্বিক বিবেচনায় আসামীকে দ: বি: ৩০৪ ধারায় বিধান মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সরকারী পক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক ও আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট মারুফ আহম্মেদ বিজন কৌশলী ছিলেন।

উল্লেখ্য, নিহত হাসিবুল ইসলাম দন্ডিত কালুর স্ত্রীকে ঘরে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। এ ঘটনার নিজে হাতে প্রতিশোধ নিতেই কালু শাস্তি স্বরুপ হাসিবুল কে জনসম্মুখে কুপিয়ে হত্যা করে।

দর্শনায় ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনায় নেশা জাতীয়দ্রব্য ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেটসহ নাজমুল হোসেন (৩৪) কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় হোটেল রান্না ঘরের সামনে অভিযান চালিয়ে নাজমুল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। নাজমুল হোসেন জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর এর নির্দেশে এসআই শামীম রেজা, এএসআই হাফিজ, এএসআই আলউদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রান্নাঘর হোটেল এন্ড সুইটস এর সামনে অভিযান চালিয়ে নাজমুল হোসেন কে গ্রেফতার করে। এসময় নাজমুলের দেহ ও তার সাথে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেট (100 mg) উদ্ধার করে ।

এই বিষয়ে তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকাল শনিবারই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।